RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, সংখ্যা: ২১, কোচবিহার, শুক্রবার, ২০ অক্টোবর - ২ নভেম্বর, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 21, Cooch Behar, Friday, 20October- 2 November, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

কার্নিভালের আমেজে মাতলো কোচবিহার

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কার্নিভালের আমেজে মাতলো কোচবিহার। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কোচবিহার বিশ্বসিংহ রোড হরিশপাল চৌপথি এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো দুর্গাপূজা কার্নিভাল ২০২৩। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন ক্লাবগুলি তাদের বিভিন্ন প্রদর্শনী নিয়ে এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করে। এদিনের কার্নিভালের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদায়ন গুহ। জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সূত্রে জানা গিয়েছে ২৬ টি ক্লাব এই পুজো কার্নিভালে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ক্লাবগুলো নৃত্য, প্রতিমা প্রদর্শন ও ট্যাবলোর মাধ্যমে সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন বার্তা দেয়। পুরুলিয়ার ছৌ নাচ ও বাউলগান দর্শকদের বিশেষভাবে মন জয় করে। তাছাড়াও বিভিন্ন নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা মনোমুগ্ধকর নৃত্য প্রদর্শনে এদিনের কার্নিভালের

পরিবেশ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। গাছ বাঁচাও ও ডেঙ্গু নিয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনার ভাষণ দিয়ে এদিনের কার্নিভালের সূচনা হয়। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা এবং জেলার বিভিন্ন গণ্যমান্য মানুষ।

বিজেপির কর্মসূচিতে বাঁধাদানের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটার চৌধুরীহাটে বিজেপি নেতৃত্বের কর্মসূচিতে বাঁধাদানের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার বিকেলে দিনহাটা-২ নং ব্লকের নাগরেরবাড়িতে দলীয় কর্মীর বাড়িতে দেখা করতে এবং দলীয় কর্মসূচিতে যান জেলা বিজেপি সম্পাদক জয়দীপ ঘোষ, জিবেশ বিশ্বাস। সেই সময় অতর্কিতে হামলা চালায় এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী, এমনই অভিযোগ বিজেপির। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। কোনক্রমে নিজস্ব দেহরক্ষীদের নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন দুই নেতৃত্ব।

উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন স্থানীয় মানুষজন। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি মিথ্যা অভিযোগ করেছে বিজেপি।

বিজেপি নেতা জয়দীপ ঘোষ বলেন, তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে তাই আমরা যখন দলীয় কর্মীর বাড়িতে যাই সেই খবর জানতে পেয়ে উদয়ন গুহর নির্দেশে তৃণমূলের হার্মাদবাহিনী আমাদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায়, গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা করে পুলিশ এবং দেহরক্ষীরা থাকায় সেই ঘটনা ঘটেনি। আমার গাড়ির উপর আক্রমণ হয়েছিল। এভাবে ভয় দেখিয়ে বিজেপিকে দমিয়ে রাখতে পারবে না তৃণমূল।

দুই সাংসদকে কটাক্ষ করলেন রবীন্দ্র নাথ ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-১ এ ব্লকের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে এসে বিজেপির দুই সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় দুই প্রতিমন্ত্রী যথাক্রমে জন বারলা ও নিশীথ প্রামাণিককে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-১ এ ব্লক কমিটির বিজয়া সম্মিলনী ছিল তুফানগঞ্জ শহরের কমিউনিটি হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গত পাঁচ বছরে বিজেপির দুই সাংসদ এলাকার কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করেননি,শুধু সাধারণ মানুষজনকে ধোঁকা দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের সংসদ জন বারলা রায়ডাক নদীর ওপর জালধোয়া ঘাটে সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু চার বছর পার হয়ে গেলেও সেখানে একটি ও পাথর পড়েনি। তার চা বাগান এলাকায় তার দলের নেতারাই তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাচ্ছেন। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। একজন সাংসদ তো দূরের কথা তার মতো মানুষের একজন পঞ্চায়েত হওয়ার যোগ্যতা অবধি নেই। আগামী লোকসভা নির্বাচনে তিনি দাঁড়ালে গো হারা হারবেন। আর নিশীথ প্রামাণিক সম্পর্কে তিনি বলেন, খালি মিথ্যে মিথ্যে

প্রতিশ্রুতি তার। কোচবিহারে এখন অবধি রেলের জমিতে স্পোর্টস হাব গড়ে ওঠেনি। তিনি বাইরে যেতে পারছেন না মানুষের প্রশ্নের ভয়ে। এদিনের তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-১ এ ব্লক সভাপতি মনোজ বর্মা, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দত্তশর্মা, তুফানগঞ্জ-১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল বিধায়ক পুত্রের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সহসভাপতি মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারির পুত্র চিকিৎসক হীরকজ্যোতি অধিকারী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করলেন। জানা গিয়েছে শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টা নাগাদ তিনি নিজে বাড়িতে তার বাবার সাথে বসেছিলেন। হঠাৎ করে হীরকজ্যোতি অধিকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তাকে তড়িঘড়ি মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিধায়ক পুত্রের আকস্মিক

এই মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন মেখলিগঞ্জের মানুষ। সামাজিক মাধ্যমে এই হীরকজ্যোতির আকস্মিক মৃত্যুতে অনেকেই শোকপ্রকাশ করেছে।

কোচবিহার থেকে শুরু হল ডিওয়াইএফআইয়ের ইনসাফ যাত্রা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও বিভিন্ন দাবিতে শুক্রবার ৩রা নভেম্বর পথে নামল ডিওয়াইএফআই। রাজ্যনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি এদিন ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখেন, তিনি বলেন গরিব মানুষের অধিকার চুরি করে সাধারণ মানুষের মেহনতের পয়সা লুট করেছে এই সরকার, রাজ্যে বেকারদের কোন চাকরি নেই। চাকরিপ্রার্থীরা দিনের পর দিন রাস্তায় বসে আন্দোলন করছে আর একদিকে তৃণমূল লুট সন্ত্রাসের রাজনীতি করছে। ডিওয়াইএফআই নেত্রী আরো বলেন, অনেক হয়েছে ভয় দেখানো মানুষ আর এখন ভয় পায় না, "ইতনা ভি মত ডড়াও কি ডড় হি ভাগ যায়ে" ডিওয়াইএফআই কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন এখন উঠে দাঁড়াবার সময় এসেছে, প্রতিরোধ করার সময় এসেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে

আমাদের। এই ইনসাফ যাত্রার মধ্যে দিয়ে দুইমাস ধরে কোচবিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলা হয়ে ব্রিগেড সভায় সবাইকে অংশগ্রহণ করার আবেদন জানান। সভামঞ্চে বক্তব্য রাখার পর একটি মিছিল সংঘটিত করা হয় ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্র রাসমেলা ময়দান থেকে শুরু করে এই মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে। কোচবিহার জেলা থেকে শুরু হল এই ইনসাফ যাত্রা। আগামী ৭ই জানুয়ারি কলকাতার ব্রিগেডে এক বিশাল জনসভার মধ্য দিয়ে শেষ হবে ডিওয়াইএফআইয়ের এই কর্মসূচি।

ফোন কলে ওটিপি নম্বর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা খোয়ালেন বৃদ্ধা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: আধার থেকে শুরু করে বায়োমেট্রিক ক্লোন, রাজ্যের একের পর এক প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। জালিয়াতির ফাঁদে পড়ে এবার কোচবিহারের এক নাগরিক ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা হারালেন। দুই ধাপে এক লক্ষ উনিশ হাজার দুশো টাকা প্রতারণা হয়েছে বলে অভিযোগ। চঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার শহরে। জানা গিয়েছে, শহরে অবস্থিত রাজারহাটে একটি জনপ্রিয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখা রয়েছে, সেই ব্যাংকের কর্মীর পরিচয় দিয়ে গ্রাহককে ফোন করে করা হয়েছে প্রতারণা। ব্যাংকের ওই শাখাতেই রেনু রানী দত্তর একটি রেকারিং একাউন্ট ছিল। সেই রেকারিংয়ের টাকা ম্যাচুয়ার হয়ে যাবার নাম করে ফোন করে একাধিক তথ্য নেওয়া হয় গ্রাহকের কাছ থেকে। এরপর একটি ওটিপি নম্বর চাওয়া হয়। সেই ওটিপি দেওয়ার দুদিন পর রেনু রানী দেবী জানতে পারেন তার একাউন্টে যেখানে এক লক্ষ উনিশ হাজার দুশো সাত চল্লিশ টাকা থাকার কথা সেখানে পড়ে রয়েছে মাত্র সাতচল্লিশ টাকা। বাকি টাকা নেই সেটা তিনি তখনি বুঝতে পারেন। এরপর ওই ব্যাংকের শাখায় গিয়ে তিনি সমস্ত বিষয়টি জানান। এই বিষয়ে তিনি স্থানীয় থানায় ও ওই ব্যাংকের শাখায় লিখিত অভিযোগ জানায়।

রাস্তার কাজ শেষ না হতেই উঠে যাচ্ছে পিচের আস্তরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় শুরু হয়েছিল নতুন পিচ ঢালাইয়ের কাজ। কিন্তু ঠিকাদারের সম্পূর্ণ গাফিলতিতে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করায়,পিচ করার ৪ দিনের মাথায় সম্পূর্ণরূপে উঠে গেল রাস্তার পিচের চাদর অভিযোগ এলাকাবাসীর। এই প্রতিবাদে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালো দিনহাটা-১ নং ব্লকের ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। অভিযোগ এখনো সম্পূর্ণ রাস্তার কাজ শেষই হয়নি তার মধ্যেই যেটুক অংশের কাজ শেষ হয়েছে সেখানকারই পিচ উঠে গিয়েছে। আর এই ব্যাপারে ঠিকাদারকে অভিযোগ জানালে তিনি এই কথার কোনো কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তাদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকাদার তাদের একমাত্র সংযোগকারী এই রাস্তা পুনরায় সারাই করে না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা রাস্তার কাজ শুরু করতে দেবেন না স্পষ্ট জানান এলাকাবাসীরা।

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হল ফইজুল হকের দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে এক যুবককে খুন করে পুঁতে রাখার অভিযোগ। বিশাল পুলিশবাহিনী এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আজ উদ্ধার হলো সেই যুবকের মৃতদেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ২২ তারিখ ঘোকসাডাঙা থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের হয়। সেখানে কয়েকজন যুবকের নাম উল্লেখ ছিল। পুলিশ নিখোঁজ ফইজুল হকের মোবাইল উদ্ধার করে সন্দেহজনক কয়েকটি নম্বর নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ২৬ তারিখ রমজান আলি নামে এক যুবককে আটক করে। তদন্তে নেমে পুলিশ মৃত ফইজুল হকের বাড়ি থেকে প্রায় ৫ কিমি দূরে শুনশান বুড়ি তোর্সা নদীর চর থেকে নদীর ধারে মাটি চাপা মৃতদেহ উদ্ধার করে। তারপর তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে চারজনের নাম উঠে আসে। জানা গেছে মেয়ে ও মেয়ের বাবা-মা সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্তকে আজ জয়গাঁ থেকে গ্রেফতার করা হয় বলেও জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। পুলিশ সূত্রে খবর দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত ফইজুল হকের বাবার দাবি একটি মেয়ের সাথে তার ছেলের বিয়ে নিয়ে কথা হয় কিন্তু তারপর অন্য এক জায়গায় তার ছেলের বিয়ে দিয়ে দেন। তবে সেই মেয়ের সাথে তার ছেলের কোনো রকম প্রেমের সম্পর্ক এমনকি বিয়ের পরেও কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা জানা নেই।

মাথাভাঙ্গায় শুরু হলো ভান্ডানি পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: দুর্গাপূজার রেষ কাটতে না কাটতেই মাথাভাঙ্গা ভান্ডানি পুজো কমিটির উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা শহরের কাছারি মাঠে শুরু হল ভান্ডানি পুজো। মাথাভাঙ্গা ভান্ডানির পুজো কমিটির সম্পাদক সুশান্ত মোহন্ত এবং সাধারণ সম্পাদক গৌতম বর্মন জানান দেবী দুর্গা মর্ত্যে যাওয়ার পথে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী এলাকায় বনের ধারে পথ হারিয়ে ফেলে, তখন স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা দেবীকে আবিষ্কার করেন এবং পুনরায় একাদশীর দিন পূজার ব্যবস্থা করেন। এই দেবী লোকায়ত ভঙ্গিমায় আছেন। তিনি শুধু আশীর্বাদ করেন। ভান্ডার ভরিয়ে দেন বলেই তিনি ভান্ডানি রূপে পুজিত হন। সেই থেকেই ভান্ডানি পুজো শুরু হয় উত্তরের বিভিন্ন এলাকায় এমনটাই জানালেন উদ্যোক্তা তথা শিক্ষক মহেশ রায়।

তিনি আরো বলেন আমাদের দেবী মা শুধু দুই হাত ভরে আশীর্বাদ দেন তাই তিনি আমাদের কাছে ভান্ডানি মা। এই পুজোর প্রসাদ হিসেবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হল দই, চিড়া, আঠিয়া কলা এবং নিজস্ব ঘরানার সামগ্রী।

জানা গিয়েছে এই ভান্ডানি পুজো শুধু মাথাভাঙ্গা শহরে নয়, নয়ারহাট, প্রেমেরডাঙ্গা, জোরশিমুলি, গোলকগঞ্জ সহ নানা স্থানে হয়।

চন্দ্রযান ৩ এর সাফল্যের অন্যতম অংশীদার পিনাকীরঞ্জন সরকারকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চন্দ্রযান-৩ অভিযানে সফল হয়েছে ভারত। গর্বিত গোটা দেশ। চন্দ্রযান-৩ অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন কোচবিহারের পিনাকী রঞ্জন সরকার। সেই চন্দ্রযান-৩ এর সফল অভিযানে অংশীদার তিনিও। কোচবিহারের মতো প্রান্তিক জেলা থেকে উঠে দেশের এই বৃহৎ মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে গবেষণা করছেন পিনাকীরঞ্জন সরকার। আজ চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের অন্যতম অংশীদার পিনাকী রঞ্জন সরকারকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দিয়ে সম্মানিত করা হয় কোচবিহার সাহিত্যসভার কক্ষে। এই অনুষ্ঠানটির আয়োজক এনবিএসটিসি চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, কোচবিহারের গর্ব পিনাকি ওনাকে সংবর্ধনা দিতে পেরে খুব ভাল লাগছে, আগামীদিনে পিনাকিবাবুর আরও সফলতা কামনা করি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ ও জেনকিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা।

খুন করার অভিযোগ উঠল বাবা এবং কাকার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: এক যুবককে পিটিয়ে মুখে বিষ ঢেলে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে খুন করার অভিযোগ উঠল বাবা এবং কাকার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-১ নং ব্লকের পখিহাগা এলাকায়। জানা যায় মৃত যুবকের নাম সমীরণ দাস।

মৃতের মা এবং মাসির অভিযোগ গরু বিক্রিকে কেন্দ্র করে পুত্রের উপর আক্রোশবশত কাকা এবং বাবা মিলে ছেলে সমীরণকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে প্রথমে মারধর করে ও তারপর মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাবা এবং কাকা মিলে সমীরণকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে এনে ভর্তি করেন। তারপর সকাল বেলায় হাসপাতালেই সমীরণের মৃত্যু হয়। তারপর মৃতদেহ মাথাভাঙ্গা মর্গে এনে ময়না তদন্ত করা হয়। এই নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি যুবকের মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত খুনিদের অবিলম্বে শাস্তির দাবিতে মাথাভাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত এর আগেও ধারাবাহিকভাবে সমীরণকে নির্যাতন করতো বাবা এবং কাকা এমনটাই অভিযোগ মায়ের এবং মাসির। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করছে।

মৃত্যু হল বুনো হাতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদাবারি: ফের লোকালয়ে প্রবেশ করে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যু হল এক বুনো দাঁতাল হাতির। ঘটনাটি ঘটেছে কালচিনি ব্লকের উত্তর মেদাবাড়ি এলাকায় একটি সুপারি বাগানে বুধবার সকালে একটি বুনো দাঁতাল হাতির মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকার বাসিন্দারা। দাঁতাল হাতির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা বন দফতরে খবর দেয়। স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুৎ দফতরের তার সুপারি বাগানে অনেক নিচ দিয়ে গিয়েছে সেই তারে বুনো দাঁতাল হাতি শুঁড় দেওয়ার দরুণ মৃত্যু হয়েছে দাঁতাল হাতির। ঘটনাস্থলে জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা পৌঁছায়।

বিএসএফ জওয়ানদের হাতে গরু সহ আটক এক পাচারকারী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বরথর বিওপিতে বিএসএফ ৭৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ন জওয়ানদের হাতে গরু সহ আটক এক পাচারকারী। ঘটনা প্রসঙ্গে সিতাই থানা সূত্রে জানা গিয়েছে আনুমানিক রাত নয়টার পর বরথর বিওপি সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে অবৈধভাবে গরু পাচার করার সময় একটি দেশীয় গরুসহ এক ব্যক্তিকে আটক করে বিএসএফ ৭৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। জানা গিয়েছে ওই ব্যক্তির নাম মোন্নাব শেখ (৩২), তার বাড়ি অসম রাজ্যের দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার কানাইমারা খণ্ড-২ গ্রামে। রাতেই বিএসএফের তরফে ওই ব্যক্তিকে গরুসহ সিতাই থানার হাতে তুলে দিলে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। আজ শনিবার দুপুর বারোটা পাঁচ মিনিট নাগাদ সিতাই থানার পুলিশ গ্রেফতার ব্যক্তিকে দিনহাটা আদালতে পাঠায়।

ট্যাক্স কালেক্টরদের নিয়ে জরুরি বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ট্যাক্স কালেক্টরদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মঙ্গলবার দুপুর তিনটে নাগাদ এই জরুরি বৈঠক করেন পৌরসভার চেয়ারম্যান। জানা গিয়েছে পৌরসভার অধীনে ২৮ হাজার হোল্ডিং রয়েছে তাদের প্রত্যেকের হাতে নতুন ট্যাক্সের কাগজ পৌঁছানো হবে সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এই বৈঠক বলে জানালেন পৌরসভার চেয়ারম্যান। এছাড়াও এইদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও পৌরসভার আধিকারিকরা।

দিনহাটায় ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: কিশামত দশগ্রামের বর্ষীয়ান দুই ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল। সোমবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের হাত ধরে তার বাসভবনে এই যোগদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। একদা উদয়ন গুহর ছায়াসঙ্গী হয়ে কাজ করতেন ফরওয়ার্ড ব্লকের এই বর্ষীয়ান দুই নেতৃত্ব কিন্তু উদয়ন গুহ তৃণমূল কংগ্রেসে চলে যাওয়ার পর তারা দল ছেড়ে আসেননি, তবে এইদিন তৃণমূলের যোগদান দেওয়ার পর

তারা দুজনে বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের দিকে নজর রেখে আজ উদয়ন গুহের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম। কিশামত দশগ্রামের অনন্ত বর্মন এবং অক্ষয় সরকার দুজনেই ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করে বলেন মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাদের এখন মূল লক্ষ্য হবে। অপরদিকে মন্ত্রী উদয়ন গুহ পুরনো সঙ্গীদের কাছে পেয়ে খুশি প্রকাশ করেন।

এক মাস তিন দিন সাইকেল যাত্রা কোচবিহারের ছেলে জয়ন্ত বর্মনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার থেকে সাইকেল চালিয়ে ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছেছিলেন জয়ন্ত বর্মন। তিনি জানান, তার এই সাইকেল যাত্রা প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার। এই বিষয়ে তিনি বলেন ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছে বিভিন্ন হসপিটাল নার্সিংহোম থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় ঘুরেছেন এবং কোচবিহার থেকে যারা গিয়েছেন ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্য তাদের সাথেও যোগাযোগ করেছেন, তিনি ফিরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বলেন কোচবিহার থেকে যারা বাইরে চিকিৎসা করতে যায় তাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তারপরও তারা ওখান থেকেই চিকিৎসা করাচ্ছে। তিনি বলেন ব্যাঙ্গালোরে যেরকম পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় সেরকম পরিকাঠামো যদি কোচবিহারে হয় তাহলে খুবই উপকার হয় কোচবিহারের মানুষের জন্য। জয়ন্ত বর্মন বলেন, তিনি ফেরার পথে যখন উত্তরবঙ্গে ঢোকে তখন তার সাইকেলে একটা ব্যানার লাগিয়েছিলেন, সেটা ফাঁসির ঘাটের সেতু নিয়ে তার

একটি দাবি রয়েছে , যেটা ২০১৬ সাল থেকে আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করে আসছে ফাঁসির ঘাটের সেতু নিয়ে। তিনি বলেন, আমি যখন উত্তরবঙ্গে ঢুকি তখনই ওই ব্যানার আমার সাইকেলের সামনে লাগানো ছিলো, কারণ এই ফাঁসির ঘাটের সেতু নিয়ে তিনিও আন্দোলনকারীদের সাথে আন্দোলন করে আসছে তিনি সরকারের কাছে আবেদন রেখেছেন অতি শীঘ্রই যেন এই সেতু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে সরকার। তিনি বলেন, প্রতিদিন প্রায় কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার লোক এই বাসের সাঁকো দিয়ে নদী পারাপার হচ্ছে তাই যদি এটা পাকাপোক্তভাবে সেতুটি তৈরি হয় তাহলে খুবই আনন্দিত এবং খুবই উপকার হবে সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি বলেন এই সেতু দাবি আমি সবসময় করে আসছি আজও বলছি যতদিন এই সেতু তৈরি না হচ্ছে ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলবে। আমার এই সাইকেল ভ্রমণের পেছনে এটি একটি কারণ রয়েছিল যেটা উত্তরবঙ্গে ঢোকার পরেই আমার সাইকেলের সামনে পোস্টার লাগানো ছিল আশা রাখছি আমাদের এই দাবি সরকার মেনে নেবে।

কোচবিহারে শুরু হল আতসবাজি মেলা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কোচবিহার পৌরসভার পরিচালনায় এবং জেলা আতসবাজি ব্যবসায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধন হল জেলার আতসবাজি মেলা। নিরাপত্তার স্বার্থে এই মেলার আয়োজন করা হয় বলেই জানা গেছে। মঙ্গলবার এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও পৌরসভার কাউন্সিলররা। কোচবিহার রাসমেলা ময়দানের দক্ষিণদিকে এই মেলার আয়োজন করা হয়। কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান জানান, নিরাপত্তাজনিত কারণেই এই মেলার আয়োজন তিনি জানান এই পর্যন্ত ৩৬ টি বাজি বিক্রেতাদের আবেদন জমা পড়েছে, লটারির মাধ্যমে বাজি বিক্রেতাদের জায়গা বন্টন করা

হবে। কোচবিহার জেলা আতসবাজি মেলা ছটপুজো পর্যন্ত চলবে জানান চেয়ারম্যান। সাধারণ মানুষ এই মেলা থেকে তাদের পছন্দ মতো বাজি কিনতে পারবেন বলেই আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, এই মেলা প্রত্যেকদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

প্রয়াত গনিখান চৌধুরীর ৯৭ তম জন্মদিবস পালিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বাংলার উন্নয়নের কান্ডারী তথা মালদার রূপকার প্রাক্তন রেলমন্ত্রী প্রয়াত এবিএ গনিখান চৌধুরীর ৯৭ তম জন্মদিবস পালন করল যুব তৃণমূল কংগ্রেস ও শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। উপস্থিত ছিলেন শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারী, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক সৌমিত্র সরকার, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ-সভাপতি অসিতবরন বোস, কাউন্সিলর আশীষ কুন্ডু, যুবনেতা এমডি অভিষেক, বিশিষ্ট সমাজসেবী পার্থ মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বুধবার সকালে রথবাড়ি মোড়ে গনিখান চৌধুরীর মূর্তিতে মালা পরিয়ে এবং পায়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। যুব তৃণমূলের সম্পাদক সৌমিত্র সরকারবাবু বলেন, গনিখান চৌধুরী হল আমাদের আদর্শ, তিনি মালদা তথা বাংলার রূপকার তার কাজে আমরা অনুপ্রাণিত, তিনি যেমন মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বহু কাজ করেছেন তেমনি হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বহু কাজ করেছেন। এছাড়া বাংলা সহ জেলার উন্নয়নমূলক কাজে তার সুনাম রয়েছে। শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারিবাবু বলেন, মালদার রূপকার হলেন এবিএ গনিখান চৌধুরী। তিনি মালদাকে তার বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তিনি। তার আদর্শ ও নীতি আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করে।

যাত্রীবাহী বাস ও বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: যাত্রীবাহী বাস ও বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষে যখম ১২ জন। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ দিনহাটা কলেজের সামনে একটি যাত্রীবাহী বাসের সাথে একটি বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আহত হয় দুই গাড়ির চালক সহ ১২ জন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দমকল কর্মীরা ছুটে আসে এবং আহতদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা গিয়েছে বোলেরো গাড়িটি কোচবিহার থেকে দিনহাটার দিকে আসছিল। বোলেরো গাড়িতে বেশ কয়েকজন যাত্রী ছিল। পাশাপাশি যাত্রীবাহী গাড়িতেও ৩০ থেকে ৩৫ জন যাত্রী ছিল। যারা দিনহাটা থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দিনহাটা থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় কোচবিহার থেকে বোলেরোটি দিনহাটায় আসছিল। বোলেরোটি প্রচন্ড গতিতে এসে কলেজের সামনে সরাসরি ধাক্কা মারে বাসটিকে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

ডিওয়াইএফআইয়ের ইনসাফ যাত্রা উপলক্ষে মাথাভাঙ্গা পথসভা ও মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: ডিওয়াইএফআইয়ের ইনসাফ যাত্রা পথসভা অনুষ্ঠিত হল মাথাভাঙ্গা শহরে। আগামী ৩রা নভেম্বর কোচবিহারে থেকে শুরু হবে এই ইনসাফ যাত্রা রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং বেকারদের চাকরির দাবিতে কোচবিহার জেলা জুড়ে ইনসাফ যাত্রা করছে রাজ্য ডিওয়াইএফওয়াই নেতৃত্ব। ইনসাফ যাত্রার শেষে কলকাতা বিগ্রেড মাঠে সমাবেশ হবে বলে ডিওয়াইএফআইয়ের তরফ থেকে জানা গেছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এদিন একটি মশাল মিছিল মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রম করে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কলতান দাশগুপ্ত সহ ডিওয়াইএফআইয়ের অন্যান্য নেতৃতরা এবং কর্মীরা।

দিনহাটায় দাপিয়ে বেড়াল হাতির দল, জখম ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: সাত সকালে হাতির তাণ্ডবে নাজেহাল পরিস্থিতি দিনহাটার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীরহাট এলাকার বাসিন্দাদের। ভোর পাঁচটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দারা লোকালয়ে ছয়টি হাতি দেখতে পায়। গ্রামে হাতি ঢোকার খবর নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। হাতি দেখতে ভিড় করে সাধারণ মানুষ। এই অবস্থায় হাতির সামনে পড়ে গুরুতর যখম হয় এক ব্যক্তি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে গোটা এলাকা চোষে বেড়াচ্ছে হাতি ছয়টি। ফলে আতঙ্ক বাড়ছে ক্রমশ। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে অন্যদিকে হাতি দেখার জন্য ভিড় করছে স্থানীয়রা। যার ফলে ক্রমশ বেড়েই চলেছে বিপদের ঝুঁকি।

ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বন দপ্তরের কর্মী এবং পুলিশ প্রশাসন। স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান মানবেন্দ্রনাথ রায় জানান, সকাল ৫ টা ৩০ মিনিট নাগাদ হাতিগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। বনদপ্তরে খবর দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ হাতি দেখতে ভিড় করছে। তবে যেভাবে হাতিগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। বহু ফসল নষ্ট হয়। ইতিমধ্যেই স্থানীয় এক বাসিন্দা হরেন বর্মন আহত হয়েছে হাতির হামলায়। তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কোচবিহার বনদপ্তরের এডিএফও বিজন নাথ জানান, এলাকায় ছয়টি হাতি দেখা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বনদপ্তর কর্মীরা হাতিগুলিকে পুনরায় জঙ্গলে ফেরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় একজন বাসিন্দা হাতির হামলায় আহত হয় এরপর তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

ভেঙে পড়ছে ছাদের চাঙর

দুশ্চিন্তায় বড় বাজারের ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাঝেমধ্যেই ভেঙে পড়ছে ছাদের চাঙর আর এই কারণেই দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন কোচবিহারের বড় বাজারের ব্যবসায়ীদের কিছু অংশ। দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারের বড় বাজারে পুরনো বিল্ডিংয়ের ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে আসছেন। দিনের পর দিন চাঙর ভেঙে পড়লে আগামীতে কোন ক্রেতা আর আসতে চাইবেন না তাদের দোকানগুলিতে, তাই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন ব্যবসায়ীরা। এই বিষয়ে তারা প্রশাসনের কাছে আগেও কয়েকবার অভিযোগ করেছেন বলে জানান তারা। কারণ কিছুদিন আগেও এক মহিলা ক্রেতার গায়ে চাঙর ভেঙে পড়েছিল সেই সময় এখানকার

ব্যবসায়ীরা ওই মহিলা ক্রেতাকে সাময়িক চিকিৎসা করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী সাগর বণিক জানান, মাঝে মধ্যেই ছাদ থেকে এই চাঙর ভেঙে পড়ে, এর মধ্যেই তাদের ব্যবসা চালাতে হচ্ছে। যেকোনো সময়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এখন একটাই চিন্তা যদি এই পরিস্থিতি থাকে তাহলে হয়তো আগামীদিনে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তারা।

সম্পাদকীয়

দিওয়ালি বা দীপাবলি

দিওয়ালি হল আলোর উৎসব অর্থাৎ আলোর সারি। ভগবান রাম ১৪ বছর নির্বাসনের পর অযোধ্যায় ফিরে আসেন বলে দিওয়ালি উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসব অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে পালিত হয় প্রতি বছর। অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়কে চিহ্নিত করাই হলো দিওয়ালি উৎসব। এই উৎসবে মানুষ রঙ্গোলি নকশা, ফুল ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঘর সাজায়। এই উৎসবে সবার বাড়ি রংবেরঙের লাইট দিয়ে আলোকিত করে তোলে। আবার অন্যদিকে সবার বাড়িতে চলে মিষ্টি লাড্ডু বানানোর প্রস্তুতি তাদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনদের বিতরণ করার জন্য। দিওয়ালির তৃতীয় দিনে দেবী লক্ষী এবং গণেশের পূজা করা হয়। দিওয়ালি ধনতেরাস থেকে শুরু করে বৈধুজ পর্যন্ত পাঁচদিনের। ভালোবাসা একতা আশা বিজয় ও সুখী জীবনের উৎসব হল দিওয়ালি।

কবিতা

খোকার অভিমান

.... তিথি সরকার

সূর্যি মামা পূব আকাশে
উঠেছে কেমন ঝলমলিয়ে,
ওই দেখোনা আলোর ছটায়
শস্যগুলো হেসে বেড়ায়,
পাখিরা আজ রঙিন নাচে
মেতেছে সবাই মহৎসবে,
কৃষাণ ভাইও যাচ্ছে ক্ষেতে
রয়েছে তাদের লাঙ্গল কাঁধে,
মিনু দিদি ছন্দে ছন্দে
যাচ্ছে কেমন জল আনতে,
সবাই কেমন ব্যস্ততাতে
তাকাচ্ছে না আজ আমার দিকে,
তবুও আমি ওদের দেখি
কারণ ওদের ভালোবাসি,
মা বলেছে ভালোবাসলে
ভালোবাসা পাবেই পাবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

হরিপুর ধাম

মাধবী দাস

কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি রোড ধরে রাজারহাট চৌপথীর একটু পরেই মধুপুর মোড়। এই রাস্তায় এগিয়ে গেলে বাদিকে মধুপুরধাম আর সোজা তোর্ষা নদীর দিকে ১.৫ কিমি এগিয়ে গেলে ডান হাতে যে শিবস্থানটি রয়েছে তা হরিপুরধাম নামে পরিচিত। কোচবিহারের প্রাচীন মন্দিরগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই মন্দির। কোচবিহার শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১২ কিমি পথ। কোচবিহার সদরের ২নং ব্লক ও পুণ্ডিবাড়ি থানার মধুপুর গ্রামে এই মন্দিরের অবস্থান। জানা যায় শৈবধর্মের উপাসক ছিলেন কোচবিহারের রাজারা। শৈবধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবশত পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটি ১৭৬৫-১৭৮৩ সাল নাগাদ কোচবিহারের মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। রাজ আমলে বিভিন্ন স্থানে এমন শিবমন্দির নির্মাণের ইতিহাস রয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমভাগে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলেও অনেকে মনে করেন।

এই মন্দিরটিকে ঘিরে পৌরাণিক কাহিনিও রয়েছে একটি। স্থানীয় প্রবীণদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় সেই কিংবদন্তি মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে বলিপুত্র বাণাসুর তথা বাণরাজার কাহিনি বর্ণিত আছে। বাণরাজা সহস্র বাহু দিয়ে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিল শিবের তাণ্ডব নৃত্যকালে। শিব প্রসন্ন হয়ে বাণাসুরের রক্ষার দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে শিবভক্ত বাণরাজার কন্যা ঊষা, স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রেমে পড়ে। ঊষার সখী চিত্রলেখা কৌশলে অনিরুদ্ধকে অপহরণ করে ঊষার কাছে নিয়ে এলে দুজনের গান্ধর্ব্যমিলন হয়। ঊষার পিতা বাণরাজা ক্ষুব্ধ হয়ে, অনিরুদ্ধকে বন্দি করে রাখে। নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ এই খবর পেয়ে পৌত্রকে মুক্ত করতে ছুটে এলে, বাণাসুরের হয়ে শিব রুখে দাঁড়ান। উভয়ের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ হরি-হর যুদ্ধ নামে খ্যাত। কৃষ্ণ বাণের দুটো হাত রেখে সব হাত কেটে ফেলে। শিবসেনা ও কৃষ্ণসেনার যুদ্ধে রক্তের ধারা বয়ে গিয়েছিল বলে স্থানটির নাম হয় শোনিতপুর বা তেজপুর। অসমীয়া ভাষায় রক্তকে তেজ বা শোনিত বলা হয়। ব্রহ্মার হস্তক্ষেপে যুদ্ধ থামে। বাণ কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইলে কৃষ্ণের কৃপায় দৈত্যরাজ বাণ জীবিত অবস্থায়ই মহাকাল নামে পরিচিত হয়ে শিবের পারিষদদের মধ্যে স্থান পায়। শিব ঊষা-অনিরুদ্ধের বিয়ে দিতে বাণকে সম্মত করান। কথিত আছে বিবাহের এই সমঝোতা হয়েছিল হরিপুরধামে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন ও মন্দির তৈরি করে দেন। অসমের তেজপুর শহরের সৃষ্টির এই কাহিনি মধুপুরের হরিপুরধামে এসে কিছুটা কল্পিত রূপ নিয়ে একাকার হল কেমন করে সেই তথ্য সবটাই ধোঁয়াশাই থেকে গেছে। তবে অনুমান করা হয় মধুপুরধামে অসমরাজ্য থেকে আগত পর্যটকদের ও নানা সময় আসা বৈষ্ণব-পরিষদদের মুখে মুখে বর্ণিত বিভিন্ন ধর্মকাহিনীর শ্রুতিরূপগুলো লোকশ্রুতির ধারা বেয়ে এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে বয়ে চলেছে।

জানা যায় ১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে এই শিবমন্দির অনেকটা মাটিতে ডেবে যায়। বর্তমানে মন্দিরটির উচ্চতা পাঁচ মিটারের মতো হলেও নির্মাণকালে উচ্চতা ছিল প্রায় আট মিটার। ভিন্নমতে দীর্ঘকাল থেকে চারপাশের মাটি এসে জমেজমে মন্দিরের উচ্চতা কমিয়ে দেয়। ইট নির্মিত চারচালা শিখরবিশিষ্ট মন্দিরটি প্রায় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা তিনবিঘা জমির মধ্যমণি। মন্দিরের পূর্বদিকের দেওয়ালের কার্নিসের নীচে একটি ত্রিকোণাকার কুলুঙ্গি আছে। এইদিক দিয়ে আলো প্রবেশ করে। বর্গাকার মন্দিরটির দেওয়াল প্রায় ১.৫ মিটার পুরু, তা দেখেই বোঝা যায় এটি কোচবিহার রাজআমলের নির্মাণকাজ। মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল রয়েছে। অন্যান্য মন্দিরের মতো গম্বুজ নেই। বর্ষার জলের ঝপটা থেকে মন্দিরের ভেতরকে সুরক্ষিত রাখতে পরবর্তীকালে টিনশেড দেওয়া হয়েছে। গর্ভগৃহের ভেতরে শ্বেতপাথরে বেদির উপর কৃষ্ণকায় শিবলিঙ্গটি (হরি-হর শিবলিঙ্গ) যেখানে অবস্থিত তা ভূমির উচ্চতা থেকে প্রায় আট ফুট নিচে। দুটি প্রবেশদ্বার। প্রথম দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে কয়েক ধাপ নামার পর দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার। বর্তমানে দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারটির কোনও দরজা দেখতে পাওয়া গেল না। উচ্চতা এতটাই কম যে মাথা নীচু করে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। মূল শিবলিঙ্গ ছাড়াও আরও কয়েকটি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দেখা গেল মন্দিরটির প্রবেশপথের বাদিকে। এই মন্দিরের পুরোহিত বিজন চক্রবর্তী পঞ্চাশ বছর থেকে পুজো করছেন। বংশ পরম্পরায় এই দায়িত্ব তিনি পেয়েছেন। শিবরাত্রির দিন মহাসমারোহে পুজো ও অনুষ্ঠান হলেও এখানে নিত্যদিন মধ্যাহ্নে নিয়মিত ভোগ হয়। ফলমূল ছাড়াও পায়েস, খিচুড়ি, অন্নভোগ দেওয়া হয়। রান্নার দেউড়ি বা জোগালি (সহায়িকা) হিসেবে বর্তমানে আছেন স্থানীয় অঞ্জলি রায়। খরচ চলে সরকারের দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড থেকে। মূল মন্দিরের ডানদিকে ও সামনের দুটো করে মোট চারটি টিনের চালের পাকা ঘর রয়েছে। এগুলোর রং মূল মন্দিরের মতোই সাদা। দেখে বোঝা যায় এই ঘরগুলো অপেক্ষাকৃত অনেক পরে নির্মিত। ডানদিকের একটি ঘরে ভোগ রান্নার ব্যবস্থা আছে। অপরটিতে নায়ায়ণ শিলা পূজা হয়। এখানে মোট সাতটি নারায়ণ শীলা আছে। স্থানীয় এক প্রবীণের কাছে জানতে পেরেছি, ধাতুনির্মিত মূর্তিটি চুরি হয়ে গেছে সাতের দশকে। বাকি ঘরগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরের তিনবিঘা জমি সংলগ্ন চত্বরে আম, জাম, পেয়ারা, কাঁঠাল, বেল, নিম জবা, টগর, শিউলি প্রভৃতি নানারকম ফুল ও ফলের গাছ দেখা যায়। রাস্তা থেকে মন্দিরে প্রবেশ করতে যে দ্বারটি রয়েছে সেদিক দিয়ে প্রবেশ করলে ডানদিকে একটি পাড় বাঁধানো কুয়ো রয়েছে। এখন আর ব্যবহৃত হয় না। তবে বাইরেটা যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তার একটু পরেই একদম মন্দির ঘেঁষে একটি পশুপতি নাথের বাহনের (শুভ্র ষাঁড়) মূর্তি রয়েছে। ১৯৮৯ (ইং) সালে কমিটির পক্ষে সুশীল রায়ের উদ্যোগে, কোচবিহার নিউটাউনের বাসিন্দা মণীন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্রনাথ রায় ও শচীন্দ্রনাথ রায় নামে তিনভাই শিবরাত্রির দিন পিতা-মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মূর্তিটি উৎসর্গ করেন। শিল্পী কোচবিহার চন্দনচৌড়ার খগেন রায়। তাছাড়াও সুশীল রায় ও অন্যান্য কয়েকজনের উদ্যোগে মন্দির প্রাঙ্গনে রয়েছে একটি গজমূর্তি (স্থাপিত ১৪০৪ সাল। শিল্পী শ্রী খগেন রায়) ও গরুর পাখির মূর্তি (স্থাপিত ১৪০৪ সাল। শিল্পী শ্রী খগেন রায়) নির্মিত হয়েছে। এগুলোও বিভিন্ন সময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জন কর্তৃক উৎসর্গীকৃত।

একদম তোর্ষা নদীর গা ঘেঁষে তৈরি করা হচ্ছে যজ্ঞমন্দির। নির্মীয়মাণ এই যজ্ঞমন্দিরে শিবঠাকুরের নামে প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় এখনও নিয়মিত যজ্ঞ হয়। যজ্ঞের নাম 'বিরজা যজ্ঞ'। উচ্চারণ বিকৃত হয়ে 'বিরজা যজ্ঞ' (ক্ষেত্রসমীক্ষা লব্ধ) যজ্ঞের ধোঁয়ায় সুর ওঠে "জয় শিব ওঁকার', ভজ শিব ওঁকার"। কাশীধাম ও বেলুড়েও এই সুর ভেসে আসে যজ্ঞের সময়। এই বিরজা যজ্ঞের মধ্য দিয়েই নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর বন্ধু কালীপ্রসাদ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত

হয়েছিলেন। এই যজ্ঞের খরচ চলে আসছে ভক্ত মানুষের দানে। যজ্ঞের বর্তমান পুরোহিত একমুখা রায়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি এই যজ্ঞ বাংলা ১৪০৫ সাল (১৯৯৮ ইং) থেকে শুরু হয়। একমুখা রায়ের মতো স্থানীয় অনেক শিষ্যের সদগুরু ছিলেন কোচবিহার নিবাসী অনুকূল রায়। বুদ্ধের বহুজন হিতায় যে সন্ন্যাসীর জীবনের মূল উদ্দেশ্য সেই গুরুমুখী শিক্ষা তিনি দিতে চেয়েছেন শিষ্যদের। "চরতি ভিক্ষবে চারিদিকম্, বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়।" শুরুতে একুশজনের একটি কমিটি এই যজ্ঞ মন্দিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ প্রয়াত। বর্তমান যজ্ঞ কমিটির কেশিয়ার ভলভলা রায়। তাছাড়াও যারা বিশেষ দায়িত্বে আছেন তাঁরা হলেন দীপক সূত্রধর, লালাটু রায়, অগ্নি দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এখানে প্রতিদিনই প্রায় কাছে দূরের পর্যটক আসে।

এই শিবমন্দিরের উল্টোদিকে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে ধ্যান করতেন অনুকূল রায়। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্যগণ ১৪০৫ সালে মাটি খুঁড়ে পাতাল ভৈরবীর মন্দির নির্মাণ করেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে চারপাঁচটা সিঁড়ি নেমে মন্দিরে ভৈরবী কালীমায়ের বিগ্রহ। ভূমি সংলগ্ন প্রবেশদ্বারের উচ্চতা ছয় ফুটের বেশি হবে না। দোচালা মন্দিরটির সম্মুখভাগ হাল আমলের টায়েলস দিয়ে সুসজ্জিত। এই ভৈরবীমায়ের বর্তমান পূজারী স্বপন চক্রবর্তী। চিক্কীরহাটে বাড়ি হলেও মন্দির সংলগ্ন পঙ্গুআশ্রমে তিনি বসবাস করেন। আগে এখানে একমুখা রায়ও পূজা করতেন। প্রতিবছর দীপাবলির দিন ধুমধাম করে বাৎসরিক পুজো হয় এখানে। এই পুজোও স্থানীয় মানুষ ও ভক্তদের দানেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিত্যপূজা মূলত ফলমূল মিষ্টি দিয়ে হলেও বিশেষ ভক্তদের ইচ্ছেয় ও মানতে বছরের যে কোনও দিন ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। মন্দিরটির প্রবেশদ্বার অপরূপ। প্রাচীন বটগাছটি হয়তো ঝড়ে ভেঙে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল অথবা ঝুরি নেমে মাটিতে শিকড় ছড়িয়েছে। সেই ঝুঁকে পড়া ডালের নীচ দিয়ে মাথা হেঁট করে মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে হয়। এ যেন ভৈরবীমায়েরই ইচ্ছে। তবে বাদিকে একটি সাধারণ উন্মুক্ত প্রবেশপথ আছে। এই পথেও অনেকেই মন্দির প্রাঙ্গনে যাতায়াত করে থাকে।

মুখোমুখি এই দুটি প্রাচীন ও অর্বাচীন মন্দিরের অবস্থানের সীমান্তে বয়ে চলেছে কোচবিহারের সুখ-দুঃখের বাহন তোর্ষা নদী। নদীতে উপর দিয়ে রেলপথ দেখা যায়। রয়েছে বেশ কয়েকটি নৌকা। অনেক পর্যটকরা নৌকায় তোর্ষাবক্ষে ঘুরে বেড়ায় ও পারাপার করে। এই তোর্ষার চর এলাকাটি শীতের মরশুমে হয়ে ওঠে পিকনিক স্পট। নাব্যতা হারানো নদী বর্ষায় ফুলেফেঁপে সমতলের ভাঙন ধরিয়ে যত এলাকাবাসীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে মানুষ তত বেশি পরিত্রাতা হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে শিব-কালীকে। কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'। তাই জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভক্তিশ্রদ্ধায় প্রাচীন ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট এই এলাকার প্রায় প্রতিটি জনসাধারণ।

ডাউয়াগুড়িতে শুরু হল মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কোচবিহার-১ নম্বর ব্লকের ডাউয়াগুড়িতে শুরু হল মহিলাদের স্কিল ট্রেনিং প্রোগ্রাম, জানা গিয়েছে নাবার্ডের সহযোগিতায় ও বসুন্ধরা সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যেই এই ট্রেনিং কর্মসূচির আয়োজন। মহিলাদের বিভিন্ন হাতের কাজ শিখিয়ে তাদের তৈরি করা জিনিসপত্র বিভিন্ন মেলা এবং বাজারে বিক্রি করতে সহযোগিতা করবে এই সংস্থা। এদিনের এই কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তলা রায়, পঞ্চায়েত শিক্ষক সুবীর দেব, নাবার্ডের ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার এলসি সরকার। পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তলা রায় জানান, মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে এইরকম প্রশিক্ষণ খুবই দরকার। এইরকম বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেলে মহিলারা খুবই উপকৃত হবে এবং এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে তাদের উৎপাদিত জিনিস বাজারে পণ্য হিসেবে বিক্রি করে যেমন আর্থিকভাবে সফলতা পাবে তেমনি পরিবারের পাশেও দাঁড়াতে পারবে তিনি আরো বলেন মহিলারা যত আর্থিকভাবে সফল হবে সমাজ তত বলিষ্ঠ হবে। এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করার জন্য তিনি নাবার্ড এবং বসুন্ধরা সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। শিক্ষক সুবীর দেব বলেন, এরকম প্রশিক্ষণের প্রয়োজন খুবই রয়েছে, মহিলারা মন দিয়ে যদি এই প্রশিক্ষণ নেন অবশ্যই তারা আগামীদিনে সফলতা লাভ করবে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নাবার্ডের ডিস্ট্রিক্ট ডেভলপমেন্ট অফিসার এলসি সরকার বলেন, এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মহিলাদের উৎসাহ দেখে খুব ভালো লাগছে। তারা যদি প্রশিক্ষণ শিবির থেকে কিছু শিখে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেটাই হবে আমাদের কাজের সফলতা। আমরা সবসময় চেষ্টা করি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার ও জীবন-জীবিকা যেন আরো উন্নতি হয় ও সফল উদ্যোগী হতে পারে। বসুন্ধরা সংস্থার সম্পাদক বাসুদেব সূত্রধর জানান, এই মুহূর্তে নাবার্ডের সহযোগিতায় তাদের বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির চলছে কোথাও প্লাস্টিকের ব্যাগ বানানো কোথাও ছাগল পালন, বেতের পাটি ও পার্টির সামগ্রী বানানো, আচার বানানো ডালের বড়ি বানানো ইত্যাদি। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ শিবিরে মহিলাদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে খুবই ভালো লাগছে আগামী দিনের চেষ্টা করব আরো বেশি করে এই রকম প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করার। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে আসা মহিলারা জানান আমরা খুবই খুশি আমাদের জন্য এরকম প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি এখান থেকে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা কিছু করতে পারবো।

নাড়া পোড়ানো প্রতিরোধ দিবস পালিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বামনহাটে ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে নাড়া পোড়ানো প্রতিরোধ দিবস পালিত হল। এদিন দুপুরে বামনহাটে পুরুষ ও মহিলা কৃষকদের নিয়ে একটি রেলি অনুষ্ঠিত হয়। সেই রেলিতে ফসল ফলানোর পর অবশিষ্টাংশ পোড়ানো বন্ধ করা হোক এই স্লোগান প্লে কার্ডের মাধ্যমে তুলে ধরে সকলকে সচেতন করা হয়। এ নিয়ে ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুভাশিষ চক্রবর্তী বলেন, ধান, গম, ভুট্টা ফসল ফলানোর পর নাড়া পোড়ানো বন্ধ করা প্রয়োজন। কেননা এতে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের পরিবেশে জৈব জীবাণুগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়াও বাতাসে বিষাক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস, মনোক্সাইড গ্যাসের বৃদ্ধি পায় ওজন স্তরের ক্ষতি হয় ফলে সূর্যের থেকে ক্ষতিকর রশ্মি আসে। পাশাপাশি মাটিতে থাকা জৈব জীবাণু, কেঁচো এইসব মারা যায়। তাই নাড়া না পুড়িয়ে বেশি বেশি করে বিনা কর্ষণে চাষ করুন ও অধিক আয় লাভ করুন এই বার্তা দেন ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুভাশিষ চক্রবর্তী।

সেতু ভেঙে মাঝ নদীতে আটক ডাম্পার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: মেঘনারায়নেরকুঠির নিলকুমোর নদীর উপর বেহাল সেতু ভেঙে মাঝ নদীতে আটক ডাম্পার। ঘটনার বিবরণী আজ শনিবার সকাল আটটা নাগাদ জানা গিয়েছে গতকাল গভীর রাতে ওই বেহাল সেতু দিয়ে একটি বালি বোঝাই ওভারলোড ডাম্পার ধাপরাহাটের দিকে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় ঘটে বিপত্তি। হঠাৎ করে একটি বিকট শব্দে স্থানীয়রা বেরিয়ে এসে দেখেন যে বেহাল সেতুটি হঠাৎ করে মাঝখানে ভেঙে গিয়ে বালি বোঝাই ওভারলোডের ডাম্পারটি মাঝ নদীতে আটকে রয়েছে। উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট ওই এলাকা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া, সেই কারণে স্থানীয় মানুষের চলাচলের মূল পাকা রাস্তাটি বিএসএফের নিয়ন্ত্রণে থাকার দরুন সন্ধ্যা থেকে সেই রাস্তা বন্ধ হওয়ার পর মেঘনারায়নেরকুঠির নিলকুমোর নদীর উপর নির্মিত এই বেহাল সেতুর উপর দিয়ে নয়ারহাট থেকে ধাপরাহাট যাওয়ার মূল রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করে স্থানীয় মানুষজন। তবে গতকাল ওভারলোডেড বালি বোঝাই ডাম্পারটি বেহাল সেতু ভেঙে মাঝ নদীতে আটকে পড়ায় সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। আর সকাল থেকে এই খবর চাউর হতেই মাঝ নদীতে আটকে পড়া ডাম্পারটি দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে ক্রেন দিয়ে প্রায় দু ঘন্টা প্রচেষ্টা চালিয়েও মাঝ নদীতে আটকে পড়া বালি বোঝাই ডাম্পারটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।

স্বচ্ছ ভারত মিশন কর্মসূচির দ্বিতীয় দফার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলায় ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশনের দ্বিতীয় দফার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। এইদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ এছাড়াও জেলা পরিষদের বিভিন্ন সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দফার কর্মসূচি প্রসঙ্গে আব্দুল জলিল আহমেদ জানান, এর আগেও নির্মল বাংলা বলে একটি প্রকল্প আরম্ভ হয়েছিল, এটি দ্বিতীয় ধাপ। বিভিন্ন এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য স্বচ্ছ ভারত মিশন করা হচ্ছে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। এই প্রকল্প যাতে সঠিকভাবে কার্যকর হয় সে বিষয়েই নজর রাখা হবে। প্রকল্পের কাজ যেন দ্রুত চালু করা যায় সেই বিষয় নিয়েই এইদিনের এই ওয়ার্কশপ।

অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। মঙ্গলবার দুপুরে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল চত্বরের সামনে অগ্নি কান্ড ঠেকাতে কি কি সচেতনতা মূলক কর্মসূচি সকলের নেওয়া উচিত, তা স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও উপস্থিত সাধারণ মানুষজনকে অবগত করেন তুফানগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের কর্মীরা। এদিন স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে বিদ্যুতিক অগ্নিকান্ড মোকাবিলা করতে কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের উৎসস্থলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের এক্সটিনগুইসার ব্যবহার করতে হবে তা উপস্থিত সকলকে হাতে নাতে শেখান দমকল কর্মীরা। এছাড়াও হাসপাতালের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় ছোটো ধরনের কোনো অগ্নিকান্ড ঘটলে কিভাবে এবিসি গ্যাসের এক্সটিনগুইসারের সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে, তাও হাতে নাতে স্বাস্থ্য কর্মীদের শেখান দমকল কর্মীরা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের লিডিং ফায়ার অপারেটর তাপস কুমার সরকার ও বিষ্ণু সরকার, ফায়ার ইঞ্জিন অপারেটর কাম ড্রাইভার ভক্তিরঞ্জন দাস, তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার কিশোর বর্মন সহ অন্যান্যরা।

ছট পূজার ঘাটে সাঁকো নির্মাণের কাজের প্রস্তুতি শুরু করল কোচবিহার পৌরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রত্যেক বছরের মত এই বছরও ছট পূজাকে কেন্দ্র করে তোর্সা নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ পাড় সাঁকোর কাজ শুরু করলো কোচবিহার পৌরসভা। কোচবিহার শহরের কোন দিঘিতে ছট পুজোর আয়োজন করা যাবে না এমনটাই নির্দেশ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ছট পূজায় ভক্তরা যেন নির্বিঘ্নে ভক্তরা পুজো দিতে পারেন সেই লক্ষ্যেই সেই কারণেই কোচবিহার তোর্সা নদীতে সাঁকো নির্মাণ কাজ শুরু করেছে পৌরসভা। মঙ্গলবার কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করলেন সাঁকো নির্মাণের কাজ পর্যবেক্ষণ করলেন। সাঁকোর গুণগত মান যেন ঠিক থাকে এই নিয়েও এদিন নির্দেশ দেন রবীন্দ্রনাথবাবু। ভক্তদের পুজো দিতে কোনো রকম সমস্যা তৈরি না হয় সেইদিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখছে পৌরসভা। আধুনিকভাবে এই সাঁকো নির্মাণ করা হচ্ছে বলেই জানান পৌরসভার চেয়ারম্যান।

পাম তেলের তাৎপর্যকে তুলে ধরতে ডাঃ মীনা মেহতার ভূমিকা

কলকাতা: ডঃ মীনা মেহতা, একজন সহযোগী অধ্যাপক, যিনি বর্তমানে এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইন হোম সায়েন্স, ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশনের ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসেবে কর্মরত, তার 'পাম অয়েল: এ' বইটিতে পাম তেলের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, যে স্বাস্থ্যকর জীবনধারার জন্য ট্রান্স-ফ্যাট-মুক্ত বিকল্প'। এটি একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারার জন্য পাম তেল বেছে নেওয়ার সময় বিস্তৃত চিত্র বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরে। পাম অয়েল প্রাকৃতিকভাবে ট্রান্স-ফ্যাট-মুক্ত, এতে উপকারী ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট যেমন ভিটামিন ই টোকোট্রিয়েনলস এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্যারোটিনয়েড রয়েছে। খাদ্য থেকে কসমেটি, এবং জৈব জ্বালানী উৎপাদন সহ বিভিন্ন পণ্যে এর ব্যাবহার সহ এটি উল্লেখযোগ্যভাবে পুষ্টিকর।

পাম অয়েলের চর্বি কোষের পর্দা তৈরি, মস্তিষ্কের বিকাশ এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ নিরোধকের জন্য অপরিহার্য। এটি চর্বি-দ্রবণীয় ভিটামিন শোষণেও সহায়তা করে। পাম অয়েল ক্যালোরি-ঘন, দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য শক্তি জোগায় এবং খাবারের স্বাদ বাড়ায়। এটি স্বাভাবিকভাবেই ট্রান্স-ফ্যাট এবং কোলেস্টেরল মুক্ত, যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। এর সুষম ফ্যাটি অ্যাসিড এটিকে ঘরের তাপমাত্রায় আধা-কঠিন করে তোলে, আংশিক হাইড্রোজেনেশনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে। পাম অয়েলের পুষ্টির মূল্যও গুরুত্বপূর্ণ এর বহুমুখীতা, খরচ-কার্যকারিতা, দীর্ঘ শেলফ লাইফ এবং অর্থনৈতিক অবদান।

দীপাবলিকে আলোকিত করতে ক্রোমা নিয়ে এসেছে আকর্ষণীয় অফার

সোদপুর: ক্রোমা, একটি টাটা এন্টারপ্রাইজ, তার বার্ষিক 'স্বপ্নের উৎসব' প্রচারাভিযান চালু করছে, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন এবং বিভিন্ন সামগ্রীতে দুর্দান্ত ডিল অফার করছে। ক্যাম্পেইনের মধ্যে রয়েছে ১৫% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক, ২০,০০০টাকা পর্যন্ত এক্সচেঞ্জ সুবিধা এবং বিভিন্ন পণ্যে ২৪ মাস পর্যন্ত ইএমআই। গ্যারান্টিযুক্ত কম দাম এবং ইলেকট্রনিক্সের বিস্তৃত নির্বাচনের সাথে, ক্রোমার 'স্বপ্নের উৎসব' হল এই দীপাবলিতে আপনার বাড়িকে আপগ্রেড করার প্রাণবন্ত উৎসবের গন্তব্য।

আকর্ষণীয় দিওয়ালি ডিলগুলি উপভোগ করতে আপনার নিকটতম ক্রোমা স্টোরে যান বা Croma.com-এ অনলাইনে কেনাকাটা করুন। ক্রোমার স্বপ্নের উৎসব ২০২৩-এর ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত বৈধ, এবং এটি বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী অফার করে। ক্রোমার নিজস্ব লেবেল পণ্যগুলিও দোকানে এবং ওয়েবসাইটে লাভজনক দামে পাওয়া যায়। গ্রাহকরা এইচডিএফসি এবং আইসিআইসিআই সিসি/ডিসি-তে ২০০০টাকা পর্যন্ত তাৎক্ষণিক ১০% ছাড়, প্রধান ব্যাঙ্কগুলিতে ১২ মাস পর্যন্ত নো-কস্ট ইএমআই এবং ব্যাগের রেঞ্জ ৫৯৯/- থেকে পেতে পারেন। ৩,০০০ মূল্যের শপিং করুন এবং ১০০০/- এর উপরে সমস্ত ক্রোমা অডিওতে ৫০০টাকার ছাড় পান, ক্রোমা সাইড-বাই-সাইড রেফ্রিজারেটর কিনুন এবং ক্রোমা ৪৫ লিটার ডাইরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর বিনামূল্যে পান এবং ক্রোমা ওয়াশিং মেশিন কিনুন এবং ক্রোমা ২০০০W স্টিম আয়রন ফ্রি পান।

উৎসব মরশুমে নিজেকে ফ্যাশনেবল করে তুলতে ভিট নিয়ে এসেছে #আইকনিকভিটহ্যাকস

শিলিগুড়ি: ভিট, ওয়ার্ল্ড লিডার ইন ডিপ্লিএটরি প্রোডাক্ট ভারতের বিভিন্ন উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে #আইকনিকভিটহ্যাকস নামে একটি প্রচারাভিযান চালু করেছে। এই প্রচারাভিযানটি ভারতীয় মহিলাদেরকে 'হ্যাকস' ব্যবহার করে পোশাকের উপাদানগুলিকে পুনরুদ্ধার করে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করে।

ব্র্যান্ডটি পনেরটি জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রভাবশালীদের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে যাতে বৃহত্তর শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করা যায় যাতে পোশাকের ব্যবহার করে অনন্য উৎসব-প্রস্তুত স্টাইল তৈরি করা যায়। ভারতীয় মহিলারা উৎসবের চেতনায় নিজেকে তৈরি করতে পছন্দ করে এবং উৎসব চলাকালীন মোমের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য লাইনে অপেক্ষা করা হতাশাজনক হতে পারে। ভিট একটি ঘরে বসেই চুল অপসারণ সমাধানের সুবিধা প্রদান করে যা মসৃণ, উজ্জ্বল এবং ময়শ্চারাইজড ত্বক প্রদান করে, এটি মহিলাদের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে। এই ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল আসন্ন উৎসব ও বিবাহের মরসুমে উত্তেজনা যোগ করা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে যারা ঝামেলা ছাড়াই বাজেটে যেতে চাইছেন। ভিট দ্রুত, কার্যকরী, এবং বাজেট-ফ্রেন্ডলি চুল অপসারণ বিকল্পগুলির সুবিধা প্রদান করে, যেমন ভিট রেডি টু ইউজ ওয়াক্স স্ট্রিপস এবং ভিট হেয়ার রিমুভাল ক্রিম। রেকিটের মুখপাত্র জানিয়েছেন, "#আইকনিকভিটহ্যাকস-এর লক্ষ্য হল শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির বিষয়ে বৃহত্তর ব্যস্ততা এবং সচেতনতা তৈরি করা যা ভিট অফার করে, বিশেষ করে উৎসবের সময় যেখানে চুল অপসারণ মহিলাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পোশাকের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে।"

পর্দার আড়ালে অক্লান্ত পরিশ্রমকারীদের জন্য ক্যাডবেরি পার্কের বিশেষ ভূমিকা

শিলিগুড়ি: ক্যাডবেরি পার্ক ভারতের অন্যতম আইকনিক এবং মজাদার ব্র্যান্ড, যেটি তার সর্বশেষ প্রচারাভিযানের সাথে এই অসাধারণ কৃতিত্বের নথিভুক্ত করছে, "চাপ খাবো না, পারক খাবো!"। আরজে সোমাক ঘোষ এবং অভিনেতা কল্পনা মিত্রের মতো জনপ্রিয় বাঙালি সেলিব্রিটিদের সমন্বিত, প্রচারণার শর্ট ফিল্মগুলি উদযাপনের পিছনে চ্যাম্পিয়নদের উদযাপন করে একটি উদ্ভট, হালকা-হৃদয় উপায়ে, ঠিক পার্কের মতো, তাদের পুজোতে জড়িত চাপের সাথে তাদের মজার মজা ভাগ করে নিতে বলে।

বহুমুখী প্রচারাভিযান বাংলার মূল বাজার যেমন শিলিগুড়ি, আসানসোল, ব্যারাকপুর, হাওড়া, এবং আরও অনেক জায়গা জুড়ে সক্রিয়করণের সাথে এটিকে পরিপূরক করে, পাঁচ দিনের উৎসবে মূল প্যান্ডেলগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করে। দৃশ্য, শব্দ, ঘ্রাণ, নিছক সংবেদন - বাংলায় পুজোর অনুভূতি বর্ণনা করার কোনও ভাষা নেই। দুর্গা পুজা সবচেয়ে বড় উৎসবগুলির মধ্যে একটি, পাঁচ দিনের বাহ্যিক অনুষ্ঠান যা বিশ্বজুড়ে তার সৌন্দর্য এবং মাধুর্যের জন্য পরিচিত। কিন্তু যারা এই বিস্তৃত উত্সবগুলিকে জীবন্ত করে তোলেন – শিল্পী, পুজো কমিটির সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ, ড্রাইভার এবং আরও অনেক চ্যাম্পিয়ন যারা পর্দার আড়ালে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তারা কীভাবে এই ধরনের উদ্যোগের সাথে জড়িত মানসিক চাপ মোকাবেলা করবে? এই বিষয় গুলোকে গুরুত্ব দিয়েই পার্কের নতুন পদক্ষেপ।

সিএনজি যানবাহনকে আরও পছন্দসই এবং ব্যবহারিক করে তুলতে টাটা মোটরসের বিশেষ পদক্ষেপ

কলকাতা: টাটা মোটরস, তার টুইন-সিলিন্ডার প্রযুক্তির মাধ্যমে সিএনজি যানবাহনগুলিকে আরও পছন্দসই এবং ব্যবহারিক করে তুলেছে। দেশে সিএনজি গাড়ির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার স্থায়িত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতার জন্য কোম্পানির প্রতিশ্রুতি সিএনজি বিভাগে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয় বাজারে এখন বিভিন্ন ধরণের সিএনজি মডেলের বিভিন্ন রেঞ্জ অফার করে, যার প্রায় ১৭-১৮টি ভেরিয়েন্ট বিভিন্ন বডি টাইপ এবং মূল্য পয়েন্ট জুড়ে পাওয়া যায়।

হরিয়ানা, দিল্লি, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলি সিএনজি যানবাহনকে গ্রহণ করার সাথে সারা দেশে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনগুলির বিস্তারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সিএনজি বিভাগে তিন বছরে ৩৫% এর সিএজিআর এবং ৫২% এর ওয়াইওওয়াই বৃদ্ধির হার বেড়েছে। টাটা মোটরস ভারতীয় গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনী, পরিবেশ বান্ধব এবং উচ্চাকাঙ্খী যানবাহন প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টাটা মোটরস একটি মাল্টি-পাওয়ারট্রেন কৌশল গ্রহণ করেছে, কঠোর নির্গমন প্রয়োজনীয়তা এবং সিএএফই নিয়মগুলিকে সাপোর্ট করে। কোম্পানিটি তার টিগর এবং টিয়াগো মডেলের জন্য সিএনজি অপশন চালু করেছে, যা বিক্রির প্রায় ৪০%। শিল্প বিশেষজ্ঞরা সিএনজির পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতির কারণে দশকের শেষ নাগাদ ২০-২৫% এর দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার আশা করেছেন। টাটা মোটরসের মাল্টি-পাওয়ারট্রেন কৌশল, বিভিন্ন সিএনজি মডেলের প্রাপ্যতা এবং সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলির সম্প্রসারিত **নেটওয়ার্ক সিএনজি সেগমেন্টের বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।**

৭ই নভেম্বর থেকে সাবস্ক্রিপশনের জন্য খোলা হচ্ছে সানরেস্ট লাইফসায়েন্স পাবলিক ইস্যু

কলকাতা: আহমেদাবাদ-বেসড ফার্মাসিউটিক্যাল বিজনেস সানরেস্ট লাইফসায়েন্স লিমিটেড এসএমই পাবলিক অফারের মাধ্যমে ১০.৫৮ কোটি টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা করছে, যার IPO ৭ নভেম্বর থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে। আবেদনের জন্য সর্বনিম্ন লটের আকার হল ১,৬০০ শেয়ার, যার ন্যূনতম IPO আবেদনের মান হল ১.৩৪ লক্ষ টাকা।

এই জেনারেটেড ফান্ডটি কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা এবং সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করা হবে। এই জেনারেটেড ফান্ডটি, সাধারণ কর্পোরেট উদ্দেশ্য, কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা এবং কোম্পানির সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করা হবে, যেখানে মার্ক কর্পোরেট অ্যাডভাইজার প্রাইভেট লিমিটেড হল প্রধান ব্যবস্থাপক। এটির প্রারম্ভিক অফারটির ১২.৯১ লক্ষ ইক্যুইটি শেয়ারের একটি নতুন ইস্যু রয়েছে যার ফেস ভ্যালু ১০ টাকা এবং প্রতিটি শেয়ার প্রতি ৮৪ টাকা (প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারের একটি প্রিমিয়াম সহ ৭৪ টাকা), যার মোট ভ্যালু ১০.৮৫ কোটি টাকা পর্যন্ত রয়েছে। আইপিওর খুচরা বরাদ্দ মোট অফারের ৫০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা ৬৫,৬০০ ইক্যুইটি শেয়ার বাজার নির্মাতাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

"বি সামওয়ান্স ভিআই" উৎসব মরশুমে আনন্দকে বাড়িয়ে তুলতে এবং একাকীত্ব দূরীকরনে ভিআই-এর নতুন প্রচারাভিযান। শীর্ষস্থানীয় টেলিকম প্লেয়ার ভিআই কলকাতায় ৩০০০ ঢাকি এবং ট্রাফিক পুলিশের জন্য রিফ্রেশমেন্ট প্যাকেটের ব্যবস্থা করেছে।

২০২৩ সালের দুর্গা পূজা চলাকালীন ষষ্ঠি এবং নবমীতে পরিচালিত এই উদ্যোগটি ঢাকিদের মুখে হাসি ফোটানোর একটি প্রচেষ্টা ছিল। শহরের সবচেয়ে বড় বার্ষিক উৎসব চলাকালীন কলকাতার রাস্তায়, যারা সমস্ত বাঁধা পেরিয়ে বিনোদন দেয় এবং ট্রাফিক পুলিশ যারা যানবাহন এবং ভিড় সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মিন্ডা কর্পোরেশন আর্থিক পারফরম্যান্স-এর ত্রৈমাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,১৯৬ কোটি টাকা

কলকাতা: মিন্ডা কর্পোরেশন,স্পার্ক মিন্ডার ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি, টাকার রেভেনিউ রিপোর্ট তৈরি করেছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা, মূল গ্রাহকদের সাথে ব্যবসায়িক শেয়ার বৃদ্ধি এবং পণ্যের প্রিমিয়ামাইজেশনের মাধ্যমে এই বৃদ্ধি হয়েছে। এই বৃদ্ধির মার্জিনের জন্য ইবিআইডিএ ছিল ১৩১ কোটি টাকা, ১৮ বিপিএস এর ১১.০% বৃদ্ধি মার্জিন সহ।

প্রফিট আফটার ট্যাক্স (পিএটি) ছিল ৪.৯% পিএটি মার্জিন সহ ৫৯ কোটি টাকা। কোম্পানী এইচওয়ানএফওয়াই২৪-এ তার সর্বোচ্চ ৬,৫০০কোটি টাকার লাইফটাইম অর্ডারকে সুরক্ষিত করেছে, জিতে যাওয়া ত্রৈমাসিকে

অর্ডারের ৩০% এর বেশি ইলেকট্রিক গাড়ির সাথে। একটি অপারেটিং রেভেনিউ ২,২৭০কোটি টাকা, এইচওয়ানএফওয়াই২৪-এ, ৬.৭% ওয়াইওওয়াই বৃদ্ধি। টাকার ইবিআইডিএ ২৪৬ কোটি টাকা, ইবিআইডিএ মার্জিন ১০.৮% সহ, ১৫ বিপিএস ওয়াইওওয়াই বৃদ্ধি, রিপোর্ট করা পিএটি-এর ৪.৬%।

ফলাফল সম্পর্কে অশোক মিন্ডা, চেয়ারম্যান এবং গ্রুপ সিইও জানিয়েছেন, "গবেষণা ও উন্নয়ন, মূলধন বরাদ্দ, উদ্ভাবন এবং অপারেশনাল উৎকর্ষের প্রতি আমাদের ধারাবাহিক মনোযোগের ফলে মিন্ডা কর্পোরেশনের শিল্প পারফরম্যান্স-এর তুলনায় কিউটুএফওয়াই২৪ আরও বেশি বৃদ্ধি করেছে। আমাদের রোডম্যাপ কানেক্টিভিটি, শেয়ার্ড মোবিলিটি এবং ইলেক্ট্রিফিকেশন সহ গ্লোবাল প্রবণতার সাথে পণ্যগুলির বিকাশের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে নির্দেশ করে।"

ডিলারদের সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স সলিউশন প্রদান করতে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক টাটা মোটরসের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে

কলকাতা: স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক তাদের যাত্রী বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি) ডিলারদের সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স সলিউশনের জন্য ভারতের শীর্ষস্থানীয় অটোমোবাইল তৈরি কোম্পানি টাটা মোটরস-এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। ব্যাঙ্ক তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেড-এর মাধ্যমে টাটা মোটরস থেকে ইভি সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে ডিলারদের অতিরিক্ত সীমা প্রসারিত করবে। টাটা মোটরস, ৭৩% এর বেশি মার্কেট শেয়ার সহ, এই ফান্ডিং সমাধানটি দেশে ইভির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে এবং ডিলারদের ইভি ব্যবসার জন্য অর্থের অ্যাক্সেস প্রদান করবে।

অঙ্কুর খুরানা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড কো-হেড, ক্লায়েন্ট কভারেজ, ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, জানিয়েছেন, "আমরা টাটা মোটরসের হাইগ্রোথ ইভি ব্যবসায় সাপ্লাই চেইন অফার প্রসারিত করতে পেরে আনন্দিত। এটি টেকসই শিল্পকে সাপোর্ট করায় আমাদের স্ট্রেটিজির জন্য বিশেষ সূচনা করে, এবং টাটা মোটরস ও টাটা গ্রুপের সাথে আমাদের ইনভলভমেন্টের সাক্ষ্য, যা বহু দশক ধরে আমাদের বিশ্বব্যাপী মূল্যবান সম্পর্কগুলির ওপর জোর দেয়।"

'অভিন্যা'-র বিকাশের দ্রুত পরিচালনায় টিপিইএম এবং জেএলআর-এর চুক্তি সাক্ষর

কলকাতা: টাটা প্যাসেঞ্জার ইলেকট্রিক মোবিলিটি লিমিটেড (টিপিইএম) এবং জ্যাগুয়ার ল্যান্ড রোভার পিএলসি (জেএলআর), উভয় টাটা মোটরস লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি, একটি চুক্তি স্বাক্ষর(এমওইউ) করেছে যাতে তিনি জেএলআর-এর ইলেকট্রিফাইড মডুলার আর্কিটেকচার (ইএমএ) প্ল্যাটফর্মের লাইসেন্স দেওয়ার জন্য একটি রয়্যালটি ফি ডেভেলপ করেন। ইএমএ প্ল্যাটফর্মে টিপিইএম-এর 'প্রিমিয়াম পিওর ইলেকট্রিক' যানবাহন সিরিজ 'অভিন্যা' টিপিইএম এবং জেএলআর প্রথম যানবাহন বিকাশের জন্য টিপিইএম-এর পরিবর্তন সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সমর্থন করার জন্য একটি ইঞ্জিনিয়ারিং পরিষেবার চুক্তিতেও (ইএসএ) স্বাক্ষর করবে।

ইএমএ প্ল্যাটফর্ম আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য জেএলআর-এর 'বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক' মাঝারি আকারের এসইউভি-এর পরবর্তী প্রজন্মকে আন্ডারপিন করবে, যা ২০২৫ সালে লঞ্চ হতে চলেছে। ইএমএ প্ল্যাটফর্মে উন্নত বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক আর্কিটেকচার, সংযোগ, সফ্টওয়্যার এবং ফিচার ওভার-দ্য-এয়ার-এর সুবিধা থাকবে। ২০২২ সালে প্রথম প্রদর্শিত 'অভিন্যা' ধারণাটি পরবর্তী প্রজন্মের কানেক্টিভিটি, ADAS, কর্মক্ষমতা, পরিমার্জন এবং নিরাপত্তা সহ ইন-কেবিন অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

আনন্দ কুলকার্নি, চিফ প্রোডাক্ট অফিসার এবং হেড এইচভি প্রোগ্রামস, টিইএমপি, জানিয়েছেন, "নতুন যুগের প্রযুক্তি, সফ্টওয়্যার এবং এআই অগ্রগতিতে সজ্জিত স্থাপত্যের উপর নির্মিত, অবিন্যা বিশ্বমানের ইভির একটি নতুন প্রজাতির পথ দেখাবে, দক্ষতা এবং পরিসরে গ্লোবাল মান সহ। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জেএলআর-এর সাথে ইএমএ প্ল্যাটফর্মে সহযোগিতা করতে পেরে আমরা আনন্দিত"।

দীপাবলি আনন্দকে উদযাপন করতে কোস্টা কফির লেটেস্ট কালেকশনের লঞ্চ

কলকাতা: কোস্টা কফি, ভারতে কোকা কোলা-এর নেতৃস্থানীয় কফি ব্র্যান্ড, বিখ্যাত বেকার এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েটার শিবেশ ভাটিয়ার সহযোগিতায় তার দিওয়ালি ক্যাম্পেইন #CostaWaliDiwali উন্মোচন করছে। ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য কফি প্রেমীদের জন্য বিশেষ দীপাবলির মেনু অফার করা। ঐতিহ্যবাহী দীপাবলিতে কোস্টা কফির আধুনিক এবং নতুন চেতনার মিশ্রিত রূপ।

দীপাবলির উৎসবের আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে প্রাণবন্ত স্বাদে কোস্টা কফির ব্লিস্ট্যাচিও রোজ বেভারেজ ফ্যামিলিকে প্রদর্শন করে। ভারতীয় মিষ্টি থেকে অনুপ্রাণিত ব্লিস্ট্যাচিও রোজ বেভারেজ পরিবার একটি আধুনিক অবতারে ক্লাসিক স্বাদগুলিকে পুনরায় কল্পনা করে। লিমিটেড এডিশন ব্লিস্ট্যাচিও রোজ পরিবারে তিনটি লোভনীয় বিকল্প রয়েছে: Blisstachio Rose Hot Latte, Refreshing Blisstachio Rose Iced Cappuccino, এবং tantalizing Blisstachio Rose Boba Frappe (কফির সাথে বা ছাড়া পাওয়া যায়)।

কোকা-কোলা কোম্পানির কোস্টা কফি ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইমার্জিং ইন্টারন্যাশনালের জেনারেল ম্যানেজার বিনয় নায়ার, কফির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি বন্ধন ও উদযাপনের প্রতি কোস্টা কফির প্রতিশ্রুতির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে জানিয়েছেন, "এই দীপাবলিতে, ব্লিস্ট্যাচিও রোজ কালেকশন লঞ্চের জন্য শিবেশ ভাটিয়ার সহযোগিতা আমাদের গ্রাহকদের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা তৈরিতে প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। সমসাময়িক ক্রিয়েটিভিটির সাথে ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ স্বাদের মিশ্রণ, যা প্রতিটি কাপে দীপাবলির আনন্দকে উদযাপন করে।"

এমএএইচই ইন্দো-প্যাসিফিক: কৌশল, সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করছে

কলকাতা: মণিপাল একাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন (এমএএইচই) এবং কনরাড অ্যাডেনাউয়ার স্টিফটাং (কেএএস) ৩ এবং ৪ই নভেম্বর ভারত এবং ইইউ ইন দ্য ইন্দো-প্যাসিফিক: স্ট্রাটিজিক, সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জগুলির উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করছে। মণিপাল সেন্টার ফর ইউরোপিয়ান স্টাডিজ (এমসিইএস) এবং জিওপলিটিক্স ও ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন বিভাগ দ্বারা আয়োজিত এই সম্মেলনে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে পরিবর্তনশীল জিওপলিটিক্স গতিশীলতায় ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে ভারত ও ইউরোপের শিক্ষাবিদ, কূটনীতিক, নীতিনির্ধারক এবং গবেষকদের

একত্রিত করেছে। সম্মেলনের লক্ষ্য হল জিওপলিটিক্স এবং স্ট্রাটিজিক ইন্টারেস্টের সাথে বাণিজ্য-প্রধান সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা।

উদ্বোধনী অধিবেশন, ভাইস চ্যান্সেলর লেফটেন্যান্ট জেনারেল (ড.) এম ডি ভেঙ্কটেশের সভাপতিত্বে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং স্ট্রাটিজিক বিকাশের জন্য তরুণদের উৎসাহিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব তুলে ধরেন। সম্মেলনটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নতির জন্য কৌশলগত সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জগুলির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। বাণিজ্য ও সংযোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং বৃদ্ধি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, এবং শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার মতো বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দিয়েছে। মণিপাল সেন্টার ফর ইউরোপিয়ান স্টাডিজ (এমসিইএস) এর প্রধান অধ্যাপক নীতা ইনামদার সমাবেশ সম্পর্কে জানিয়েছেন, "আমি আশা করি সহযোগিতা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে, এবং আমরা সবাই যাতে বিশ্বকে আরও উন্নত করতে এবং ভালো স্থানে পরিবর্তন করতে পারি।"

এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল এবং ডিপি ওয়ার্ল্ডের উই ওয়ান আপস্কিল ভারতীয় যুবকদের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

কলকাতা: এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল এবং উই ওয়ান, ডিপি ওয়ার্ল্ডের অংশ, ভারতীয় যুবকদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সহায়তা এবং সহায়তা করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ভারতের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং ডিপি ওয়ার্ল্ডস গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সিইও সুলতান আহমেদ বিন সুলায়েম-এর মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে সম্পর্কে, ভারতের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তাদের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, যে চুক্তিটি গ্লোবাল প্রতিভার গতিশীলতা, দক্ষতা এবং ভারতীয় যুবকদের প্রাসঙ্গিক বিদেশী কর্মসংস্থানের সুযোগের সাথে সংযুক্ত করার জন্য পথ তৈরি করবে। ভারত বহু প্রতিভার আধার, তিনি যোগ করেছেন।

সাইনিং ইভেন্টটি ২০২২ সালের মে মাসে এনএসডিসি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিন্দুস্তান পোর্টস (ডিপি ওয়ার্ল্ড কোম্পানি) এর মধ্যে বারাণসীতে স্কিল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, যা দক্ষতার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী উৎকর্ষ কেন্দ্র। এর সাথে মিল রেখে, ডিপি ওয়ার্ল্ড বারাণসীতে স্কিল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার স্থাপনের জন্য এনএসডিসিআই-এর সাথে সহযোগিতা করেছে যা দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং, মোবিলাইজেশন, প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন, বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ, প্লেসমেন্ট মতো পরিষেবাগুলির সাথে ফ্রন্ট লাইন কর্মীবাহিনী প্রদান করে। এবং পোস্ট-প্লেসমেন্ট সমর্থন।

ভারত এবং আরব আমিরাতের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাগত সহযোগিতায় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন

কলকাতা: কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ইউএই, এইচ.ই. আবুধাবিতে ডঃ আহমেদ আল ফালাসি, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক ব্যস্ততা নিয়ে আলোচনা করতে। তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে একাডেমিক, দক্ষতার যোগ্যতা এবং ভারতীয় ইনস্টিটিউটগুলির পারস্পরিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতির সাথে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, কাজ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। শ্রী প্রধান ৪২ আবুধাবি পরিদর্শনও করেছেন, এবং একটি কোডিং স্কুল পরিদর্শন করেছেন, যেখানে প্রকল্প-ভিত্তিক এবং গেমিফাইড পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি,এবং পিয়ার-টু-পিয়ার লার্নিংকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর গভীর মনোযোগ দিয়েছেন। বৈঠকের সময়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকটির লক্ষ্য হল ছাত্র এবং ফ্যাকাল্টি মবিলিটির যৌথ গবেষণা কার্যক্রম, কোর্স ডিজাইন এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করা। এটি প্রবিধান, আইনি কাঠামো, নীতি, প্রতিভাধর এবং প্রতিভাবান দক্ষতা বিকাশ, এবং একাডেমিক সহযোগিতার বিষয়ে তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্য রাখে। সমঝোতা স্মারকটি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মীদের জন্য সক্ষমতা বিকাশে সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল।

বীমার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের উপর সংগীত তৈরি করেছেন সন্নিধ্য ভূয়ান

মুম্বই: ভারতের নেতৃস্থানীয় টেক-ফাস্ট বীমা কোম্পানি, এসিকেও, তার লেটেস্ট প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে একটি বীমা সঙ্গীত চালু করতে আসামের স্বাধীন সঙ্গীত শিল্পী সন্নিধ্যা ভূয়ানের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, 'বিমা করোক শুরোখিতো থাকোক'। আইআরডিএআই রাষ্ট্রীয় বীমা কর্মসূচির অংশ হিসেবে, এসিকেও-এর লক্ষ্য হল শ্রোতাদের মধ্যে বীমা সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বীমা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।

ভূয়ান, একজন সুরকার, লেখক এবং গায়ক হিসাবে তার বহুমুখী প্রতিভার জন্য পরিচিত, একটি র‍্যাপ ফরম্যাটে উপস্থাপিত বীমার প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে একটি আকর্ষণীয় এবং প্রভাবশালী সংগীত তৈরি করেছেন। অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য হল আসামের যুবকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা এবং তাদের অল্প বয়স থেকেই সুরক্ষা সমাধানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করা। ভূয়ান বীমা সচেতনতার বিষয়ে এসিকেও-এর বৃহত্তর মিশনের অংশ হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন যে তার অবদান বীমাকে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের জন্য আরও সহজলভ্য এবং বিশেষ করে তুলবে।

এসিকেও-এর ব্র্যান্ড মার্কেটিং-এর সিনিয়র ডিরেক্টর নীতিন খান্না জানিয়েছেন, "সান্নিধ্য ভূঁইয়া-এর সাথে অংশীদারিত্ব প্রাথমিক বীমা গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে আমাদের লক্ষ্যকে সমর্থন করে। সন্নিধ্যার সৃজনশীলতা এবং স্থানীয় প্রভাব আমাদের 'বিমা করোক শুরোখিতো থাকোক' প্রচারাভিযানকে শক্তিশালী করবে, যার লক্ষ্য বীমাকে আসামের যুবকদের মধ্যে একটি আলোচনার বিষয় করে তোলা।

সানরুফ সমাধানের লক্ষ্যে মিন্ডা কর্পোরেশনের সাথে এইচসিএমএর-এর অংশীদারিত্ব

কলকাতা: মিন্ডা কর্পোরেশন অটোমোটিভ সানরুফ সমাধানের সুবিধার্তে তাইওয়ানের নির্মাতা এইচএসআইএন চং মেশিনারি ওয়ার্কস এর সাথে যৌথ উদ্যোগ গঠনে প্রস্তুত হয়েছে। এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য ভারতে যাত্রীবাহী গাড়িগুলির উন্নত প্রযুক্তি, সানরুফ এবং ক্লোজার প্রযুক্তির স্থানীয় জায়গায় তৈরি সমস্ত সামগ্রীগুলি সরবরাহ করা। এই উদ্যোগটি ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য সানরুফ তৈরি সমস্ত সিস্টেমের সুবিধা প্রদান করা। গ্রাহকদের পছন্দের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রিমিয়ামাইজেশনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে সানরুফের বাজার ইউএসডি ৫০০-৬০০মিলিয়নে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়।

মিন্ডা কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, আকাশ মিন্ডা জানিয়েছেন, যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য যানবাহনের সরবরাহে উন্নত সামগ্রী এবং প্রযুক্তি সিবিধা প্রদানে জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সহযোগিতা এবং এর জোটবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। সানরুফ এবং অন্যান্য উন্নত যানবাহন অ্যাক্সেস পণ্যের বাজার আগামী বছরগুলিতে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে কোচবিহারের দম্পতি

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ক্রীড়াক্ষেত্রে সুখবর। দুবাইতে হতে চলা আন্তর্জাতিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে অংশ নিচ্ছে কোচবিহারের দম্পতি অশোক সরকার ও তার স্ত্রী সেবিকা সিনহা। অশোক সরকার পুরুষদের ৬৫ ঊর্ধ্ববিভাগে শটপাত, ডিসকাস থ্রো, জ্যাভলিন থ্রো, হ্যামার থ্রো খেলবেন। তার স্ত্রী সেবিকা সরকার মহিলাদের ৬৫ ঊর্ধ্ববিভাগের শটপাত, ডিসকাস থ্রো, জ্যাভলিন থ্রো , লংজাম্পে নামবেন।

মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন জীবনদীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা: আক্রারহাট যুব সংঘ পরিচালিত এক দিবসীয় মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জীবনদীপ ফুটবল একাডেমি। বড় গদাইখোড়া ভিএম উচ্চ বিদ্যালয়েরের মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে এসকেয়ার ফুটবল একাডেমিকে পরাজিত করে। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন জ্যোতিকা খারিয়া এবং টুর্নামেন্টের সেরা হন বিশাখা বর্মন।

হাডুডুতে সেরা দরবেশভিটা

নিজস্ব সংবাদদাতা: খুনিয়াবাড়ি ভাই ভাই সংঘ আয়োজিত এক দিবসীয় হাডুডু প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল দরবেশভিটা যুব সংঘ। ফাইনালে তারা নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন ক্লাবকে পরাজিত করে। প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন রমজান আলি।

শুরু হল কোচবিহার মহিলা জেলা ফুটবল লিগ

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত তৃতীয় বৎসর মহিলা জেলা ফুটবল লিগ কাম নকআউট প্রতিযোগিতা শুরু হল বলরামপুরে। জেলার গৌরব ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের (অনূর্ধ্ব ১৯) সদস্য তানিয়া কামতি এইদিন জেলা ফুটবল লীগের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত জানান ২৯ শে অক্টোবর বলরামপুর ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় এই ফুটবল লিগ শুরু হয়। প্রথমে ৮ দলীয় লীগ পর্যায়ে খেলা তারপর টুর্নামেন্ট

পর্যায়ে। ২রা মে এই ফুটবল খেলার ফাইনাল ম্যাচ। তিনি আরো বলেন, কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে জেলার মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। আগামী পাঁচ বছরের লক্ষ্য নিয়ে তারা কোচবিহার জেলার মেয়েদের একটি শক্তিশালী ফুটবল দল তৈরি করবেন, যেই দল রাজ্যস্তরে আগামীদিনে অন্যান্য জেলার থেকে উন্নত মানের দল হিসাবে পরিচিতি পাবে। তবে তিনি আক্ষেপের সুরে এও জানান, সমস্ত রকম পরিকাঠামো জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে তৈরি থাকলেও জেলার মেয়েদের ফুটবল খেলার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। আগামী দিনে মেয়েরা যেন ফুটবল খেলার প্রতি উৎসাহ দেখায় ও মাঠমুখী হয় তার সমস্ত প্রচেষ্টা তারা করছেন বলে তিনি জানান।

সিঙ্গিমারীতে রাস্তার কাজে শুভ সূচনা করলেন বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: অন্দরান সিঙ্গিমারীতে ৩.৫ কিমি রাস্তার কাজে শুভ সূচনা করলেন বিধায়ক। সিতাই ব্লকের ব্রহ্মত্তরচাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্দরান সিঙ্গিমারীতে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই রাস্তার কাজের শুভ সূচনা করলেন বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য বিন তুঘলক মিয়া, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হলধর বর্মন ছাড়াও অন্যান্যরা। এদিন সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে অন্দরান সিঙ্গিমারী ও দক্ষিণ সিঙ্গিমারী মাঝ বরাবর সোনারহাট চৌমাথা থেকে বালারহাট ভায়া হয়ে সিঙ্গিমারী এস.পি.প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সাড়ে তিন কিলোমিটার এই পাকা রাস্তা নির্মিত হবে। এই পাকা রাস্তার কাজের জন্য আমরা দুই কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করলেও ২ কোটি ৪ লক্ষ টাকার টেন্ডার হয়েছে। তিনি আরো বলেন এই মুহূর্তে সিতাই ব্লকের উন্নয়নে ১২৫-১৩০ কোটি টাকার কাজ চলছে, তার মধ্যে আপনাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের

সিঙ্গীমাড়িতে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পানীয় জলের কাজ চলছে যা সিতাই ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এছাড়াও এদিন সেখানে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন।

দিনহাটায় জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করলো এসটিএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নাজিরহাট বাজারে জালনোট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করল এসটিএফ। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় এলাকা জুড়ে। বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক এগারোটা নাগাদ কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে নাজিরহাট বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকা থেকে নাজির হোসেন (৩২) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে এসটিএফ, ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় এক লক্ষ চোদ্দো হাজার পাঁচশ টাকার জালনোট। রাতেই এসটিএফ ওই ব্যক্তিকে জাল নোটসহ সাহেবগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেয় ও পুলিশ ধৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে নাজির হোসেন নামের ওই ব্যক্তির বাড়ি নাজিরহাট দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দীঘলটারী এলাকায়। প্রসঙ্গত দিনহাটা মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় কিছু মানুষ কখনো আগ্নেয়াস্ত্র, কখনো জালনোট এবং চোরাকারবারির ঘটনার সঙ্গে বারংবার জড়িয়ে পরে। এমনকি সেইসব মানুষ কখনো বিএসএফ কখনো পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। তবে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যারা এই সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে অভিযান লাগাতার চালানো হচ্ছে। যদিও জালনোট সহ গ্রেফতার ব্যক্তির স্ত্রী জানান, তার স্বামী ওইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের শত্রুরা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে।

অপহরণ কাণ্ডে তুফানগঞ্জ থানার সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: বলরামপুর এলাকায় পরিচিতের বাড়িতে ঘুরতে এসে নিউ ব্যারাকপুর এলাকার ব্যাবসায়ীর অপহরণ ও ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় অপহরণের অভিযোগ পেয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপহৃত ব্যাবসায়ীকে উদ্ধারের পাশাপাশি উদ্ধার হলো ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫০০ টাকা। বৃহস্পতিবার আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর অপহৃত ব্যাবসায়ীর পরিবারের হাতে ওই টাকা তুলে দেয় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত নিউ ব্যারাকপুরের ব্যাবসায়ী সমর পাল গত ২ রা নভেম্বর কোচবিহারে পৌঁছে বলরামপুর এলাকায় পরিচিত ননী বর্মনের বাড়িতে যান। পরের দিন সেখান থেকে স্থানীয় রণজিৎ দাসের বাড়ি ঘুরতে গেলে সেখান থেকে ব্যাবসায়ীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ওই ব্যাবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে অপহরণকারীরা। না হলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন ভয়ে অপহরণকারীদের দেওয়া একাউন্টে ৩ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেয়। এরপর পরিবারের লোকজন তুফানগঞ্জ থানায় গত ৫ ই নভেম্বর অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ বলরামপুর এলাকার ননী বর্মনকে গ্রেফতার করে। এরপর ছয় নভেম্বর রাতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমর পালকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করতে সমর্থ হয় এবং এক লক্ষ ২৯ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার হয় বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। সেই টাকা বৃহস্পতিবার পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দিল তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিবারের হাতে টাকা তুলে দেন তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জ্যাম ইয়াং জিম্বা, থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি নকুল রায় সহ অন্যান্যরা। গোটা ঘটনায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনা তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের বিরাট বড় সাফল্য মনে করা হচ্ছে

তুফানগঞ্জ শহরের দোলমেলার মাঠে শুরু হল পরিবেশ বান্ধব বাজি মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে তুফানগঞ্জ শহরের ৫ নং ওয়ার্ডের দোলমেলা মাঠে শুরু হল পরিবেশ বান্ধব বাজি মেলা। বুধবার দুপুরে ওই পরিবেশ বান্ধব বাজি মেলার উদ্বোধন করেন তুফানগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ইশোর। তিনি বলেন, মোট ছয়টি পরিবেশ বান্ধব বাজির স্টল রয়েছে এই মেলাতে। যে কেউ চাইলে পরিবেশ বান্ধব বাজির স্টল দিতে পারবেন। আমরা পৌরসভার থেকে সহযোগিতা করবো। আগামী ১৩ নভেম্বর অবধি বাজির মেলা চলবে। বাজি মেলাতে যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য সব সময় পুলিশ ও দমকল কর্মীরা মেলাতে থাকবেন। তুফানগঞ্জের মহকুমাশাসক বাপ্পা গোস্বামী বলেন, পরিবেশ দূষণ ঠেকাতে এই ধরণের উদ্যোগ

প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। তুফানগঞ্জ মহকুমা বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ইজাজ আনসারী বলেন, সকাল দশটা থেকে রাত দশটা অবধি পরিবেশ বান্ধব বাজির দোকানগুলো খোলা থাকবে। এইদিনের পরিবেশ বান্ধব বাজি মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পার্থ দাস, তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন, ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অম্লান বর্মা সহ অন্যান্যরা।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ২ আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দুর্ঘটনার কবলে পড়ল এক বাইক আরোহী সহ দুইজন। একটি অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে কোচবিহারের তল্লিগুড়িতে বুধবার রাত আনুমানিক ১০:৩০ নাগাদ কাদের মিয়া তার স্ত্রী জাবেদা বিবি (৩৭) এবং মেয়ে খুশি বানুকে (১৯) নিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিল, ঠিক সেই সময় একটি অ্যাম্বুলেন্স কাদের মিয়ার বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জাবেদা বিবি এবং খুশি বানুর, কাদের মিয়াকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দুর্ঘটনাস্থল থেকে ওই অ্যাম্বুলেন্স কিছুদূর গিয়ে ফের একটি টোটোকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় দুইজন টোটো যাত্রী গুরুতর আঘাত পায়। আহত দুইজনকে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত হয় বলে জানা গিয়েছে। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি অমিতাভ দাস জানান, এই দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে ও তিনজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।

দিনহাটার পর এবার শীতলকুচিতে হাতির হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটার পর এবার শীতলকুচির লোকালয়ে হাতির হানা। শুক্রবার সাত সকালে শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বেশ্বর জয়দুয়ার খানুয়ারডাঙ্গাগড় এলাকায় চাষের জমিতে ছয়টি হাতির একটি দলকে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। এলাকায় হাতির খবর ছড়িয়ে পড়তে উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। হাতির লাথিতে গুরুতর যখম এক ব্যক্তি। যখম ব্যক্তির নাম আব্দুল মজিদ মিয়া। তিনি ভোরবেলা যখন তামাকের জমিতে কাজ করছিলেন তখন হঠাৎই পেছন থেকে একটি হাতি সজোরে লাথি মারে তিনি প্রায় ১৫ ফুট দূরে গিয়ে পড়ে যান এবং সেখানেই হাতি তাকে বেশ কয়েকবার আঘাত করে। সেখানেই তিনি জ্ঞান হারান তারপর পরিবার এবং প্রতিবেশীরা মিলে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পরবর্তীতে মজিদবাবুকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান তার একটি পা ভেঙে গেছে তারা এখনো জ্ঞান ফেরেনি উন্নত চিকিৎসা করার জন্য কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার প্রায় বেশ কিছুক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরেও বন দপ্তরের কোন আধিকারিক সেখানে যাননি বলে অভিযোগ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96